দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গে

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পাঠ্য বই রচনায় পাণ্ডুলিপি আহবান করেছে। এ পাণ্ডুলিপি থেকে অনুমোদিত বইটি দেশময় তথা জাতির আগামী দিনের নাগরিককে গড়ে তুলবে। ফলে এ পাণ্ডুলিপি রচনা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। জাতির জন্য এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি যথেষ্ট মেধা, শ্রম, মনন আর মনোবৈজ্ঞানিক কার্যক্রম জড়িত। এ জন্য প্রয়োজন সময়েরও। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ও দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্য বই প্রণয়ন করে। তারাও সে সকল পাঠ্য বই প্রণয়নে ১-১১/২ বছর সময় নিয়ে যথেষ্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রণয়ন করেন।

একই সমমানের শিক্ষা ব্যবস্থা মাদ্রাসা পাঠ্য বই রচনায়ও প্রয়োজন ঐ একটা কার্যক্রম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃপক্ষ বই প্রণয়নে যে সময়সূচী দিয়েছে— তা শুধু কমই নয়, অত্যন্ত অপ্রতুলও। মাত্র মাস খানেকের কিছু বেশি— এ স্বল্প সময়ে জাতির জন্য এত বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজ কিভাবে করবে— অন্তত একজন শিক্ষক, লেখক হিসেবে আমার তা বোধগম্য হয়নি। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ডে ১-১১/২ বছর সময়কে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কিভাবে ১-১১/১ মাসে ম্যানেজ করবেন? উপরন্তু এ স্বল্প সময়ে বই প্রণয়নের ব্যবস্থা, পক্ষান্তরে মানহীন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোন ষড়যন্ত্র কিনা— সে সংশয় আজ দেখা দিয়েছে।

এ স্বল্প সময়ে পাঠ্য বই প্রণয়নের লেখক/প্রকাশকগণ রচনা সম্পাদনার মাধ্যমে মানসম্পন্ন কিছু উপহার দিতে ব্যর্থ হয় এবং হবেও। পক্ষান্তরে কর্তৃপক্ষও বইগুলো রিভিও করেত তাড়াহুড় করবেন। ফলে, মান রক্ষা কতটুকু সম্ভব, তা বুঝা যায়। তাই আমি মনে করি, ১৯৯৪ সনের জন্য নয়, ১৯৯৫ সনের জন্য নতুন বই প্রণয়নের লক্ষ্যে বর্তমান আহবানকৃত পাণ্ডুলিপি জমার সময় আরো বাড়ানো হোক। এতে লেখক, প্রকাশগণ সময় পেয়েও তাদের বইগুলো সম্পাদন ও প্রাথমিক রিভিও করে মানসম্পন্ন করতে সচেষ্ট হবে। কর্তৃপক্ষও সুষ্ঠুভাবে প্রতিটি বই রিভিও করতে পারবে। এতে উপকৃত হবে দেশ ও জাতি।

সময় বাড়ানোর এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ আশা রাখি সুদৃষ্টি দিবেন।

অধ্যাপক আবু তায়েব,
খিলগাঁও, ঢাকা।